বাংলাদেশ উশু ফেডারেশন কুষ্টিয়া জেলা কমিটির অনুমোদন

বাংলাদেশ উশু ফেডারেশন কুষ্টিয়া জেলা কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
এসএম জামালকে সভাপতি এবং মোঃ বিপুল হোসেন কে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

সম্প্রতি বাংলাদেশ উশু ফেডারেশন এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. আব্দুস সোবাহান গোলাপ এমপি ও বাংলাদেশ উশু ফেডারেশন এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মোঃ দুলাল হোসেন স্বাক্ষরিত এ কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত,উশু চায়নিজ ম্যান্ডারিন ভাষার একটি শব্দ যার অর্থ মার্শাল আর্ট। সাধারণত এই খেলাটি কুংফু নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত। প্রায় চার হাজার বছর আগে চীন দেশে এই খেলার উৎপত্তি। বর্তমানে এটি উশু খেলা নামে শতাধিক দেশে জাতীয় পর্যায়ে এবং আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

অনলাইনে বাড়ছে কেনাকাটা: বাড়ছে কর্মসংস্থান

অদ্রি আহমেদ। কুষ্টিয়া শহরের বাসিন্দা। পড়াশোনা শেষ করে একটি প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরি করতেন। করোনাকালীন চাকরিটা চলে যায়। সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয় তাকে। মা মেয়ের নিয়ে তার সংসার। তখন সে কিভাবে সংসার চালাবে ভেবে না পেয়ে একজনের পরামর্শেই অনলাইন বিজনেস শুরু করেন। বিভিন্ন গেজেট সামগ্রী দিয়ে তার শুরু। যুক্ত হন কুষ্টিয়া অনলাইন পরিবার (কুউপ)। এখন তিনি ঘরে বসেই তিনি মোবাইল ফোনসহ গেজেটের সকল কিছু পৌঁছে দিচ্ছেন।

তার মতো আরেক তরুণী পারভীন। সে ভেড়ামারা এলাকায় তার বসবাস। নানান ধরনের খাদ্যসামগ্রী তৈরিতে তিনি অভ্যস্থ। তাই এই খাদ্যসামগ্রী দিয়েই তিনি হোম মেড খাবার অর্ডার নিয়ে শুরু করেছেন হোম ডেলিভারি। এভাবেই তিনি এখন কুউপের সফল একজন উদ্যোক্তা হিসেবে সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। এভাবেই তিনি হোম মেড খাবার তৈরি করে হোম ডেলিভারি দিয়ে প্রতি মাসে তার ১৫থেকে ২০ হাজার টাকা আয় করছে।

করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যে অনেকে অনলাইনে বাজার করার দিকে ঝুঁকছেন। কারণ অনলাইনে কেনাকাটায় ঘরের বাইরে বেরনোর প্রয়োজন নেই, অপরিচিত মানুষের সাথে মেলামেশা বা ছোঁয়াছুঁয়ির আশঙ্কাও এড়ানো যায়। যার ফলে ঘরে বসেই পছন্দের প্রয়োজনীয় জিনিসটি পেতে পারে।
উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে অনলাইন বেচাকেনা। খুব অল্প সময়ের মধ্যে নিজের অর্ডার করা পণ্য ডেলিভারি পেয়ে ক্রেতারাও আগ্রহী হয়ে উঠছেন অনলাইন কেনাকাটায়।

কুমারখালি কলেজের প্রভাষক হিরা খান। তিনিও এখন নারী উদ্যোক্তা। কুষ্টিয়ার কুমারখালীর তৈরি গামছা লুঙ্গি আর বিছানার চাদরের কদর দেশজুড়ে। অনলাইনের মাধ্যমে সে ঘরে বসেই সরবরাহ করছে এসব। এতে করে বাড়তি আয় হওয়ায় আরও স্বচ্ছলতা তার সংসারে।

নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে হিরা খান বলেন, ‘আমি একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হবো। নিজেকে রোল মডেল হিসেবে তৈরির করবো। যাতে আমাকে দেখে আরও নারীরা নিজেদের উদ্যোগকে সকলের সামনে উপস্থাপন করার সাহস পায়। কুউপের মাধ্যমে আমি অনেক দূর এগিয়ে যেতে চাই।

কুষ্টিয়া অনলাইন পরিবার (কুউপ) এডিমিন- নিলুফা ইয়াসমিন বলেন, বর্তমান অনলাইনে নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি এগিয়ে যাচ্ছে। নারীরা আর ঘরে বসে নেই। মোবাইলে অর্ডার নিয়ে সেটা হোম ডেলিভারি করে খুব সহজেই অনলাইন ব্যবসা করা সম্ভব। ঘর সামলিয়েও অনলাইন বিজনেস করে মাসে একটি নারী নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারে। আমরা চাই আমাদের গ্রুপের মাধ্যমে প্রিয় জেলার নারী পুরুষ নিজ প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাক।

এ বিষয়ে ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সোহেল মারুফ বলেন,

‘এটা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ব্যাপার যে অনলাইনভিত্তিক ব্যবসা কার্যক্রমে নারী পুরুষ এগিয়ে আসছেন। এর ফলে আমাদের অনেক উদ্যোক্তা তৈরি হবে এবং শিক্ষিত নারী পুরুষের একটা বড় অংশের কর্মসংস্থান হবে। অনলাইন ভিত্তিক এই আধুনিক ব্যবসা অনেকটাই নারী বান্ধব। এ জন্য নারীদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আমাদের ক্ষুদ্র/কুটির শিল্পের বাজার ও বিস্তৃত হচ্ছে। আর এটা ডিজিটাল বাংলাদেশের বড় একটা ইতিবাচক অগ্রগতি বলে আমি মনে করি।

গ্রুপ ক্রিয়েটর জীবন রহমান মহন বলেন, বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে ই-কমার্সের যে দিকটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তা হল অনলাইন শপিং। কেনাকাটা করতে এখন আর যানজট ঠেলে দোকানে গিয়ে সময় অপচয় করতে হচ্ছে না। চাইলে যে কোনো পণ্য পৌঁছে যাচ্ছে হাতে হাতে। তিনি বলেন, নিজের জেলা কুষ্টিয়াকে দেশের কাছে রিপ্রেজেনটেটিভ করার জন্য আমার এই উদ্যোগ।

ইতোমধ্যে অনেক নারীপুরুষ গ্রুপে সময় দিয়ে স্বাবলম্বী হচ্ছে এটা একটি জেলার জন্য, দেশের জন্য ইতিবাচক। অনেক বেকার নারী পুরুষ এখন সফল উদ্যোক্তা।

কুষ্টিয়ায় পার্লার প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

কুষ্টিয়ায় প্রথমবারের মতো ম্যাম বিউটি পার্লারের উদ্যোগে বিউটিফিকেশন ও পার্লার প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকালে শহরের কলাপাতা রেস্টুরেনেটে এ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়।

কর্মসংস্থান ব্যাংক মিরপুর শাখার ব্যবস্থাপক শাহ মোহাম্মদ ইনামুল কবীর বলেন, একজন উদ্যোক্তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা যোগ্যতা থাকলে তিনি নতুন নতুন ব্যবসা সম্পর্কে চিন্তা করতে পারবেন, ধারনা সৃষ্টি করতে পারবে। আজকের এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলারা কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করবেন এবং নিজেদের আত্মনির্ভরশীল করে

গড়ে তুলতে এই ট্রেনিং সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষার বিকল্প নেই উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, নারী জনশক্তিকে দক্ষ করে উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে সাবলম্বী করে গড়ে তুলতে হবে। নারীদের শিক্ষিত হয়ে পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যেতে হবে। তাই নারীরা হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের কর্মসংসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষমতা লাভ করবে।

ম্যাম বিউটি পার্লার এর সত্ত্বাধিকারী ফারজানা আক্তার দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

এতে কুষ্টিয়া, পাবনা, ঝিনাইদহ ও রাজবাড়ী জেলার ২০ জন নারী অংশগ্রহণ করেন।

মিরপুরে পাঁচ শিক্ষককে অর্থদণ্ড

সরকারি নির্দেশ না মানায় পাঁচ শিক্ষককে অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডপ্রাপ্ত শিক্ষকরা হলেন-মিরপুর উপজেলার আমলা ইউনিয়নের নিমতলা গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শুভ (২০), সোহাগ আলী (১৭), সদরপুর ইউনিয়নের সদরপুর গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে ফিরোজ মাহমুদ (৩০), ফরিদুজ্জামান (২০) এবং আমলা ইউনিয়নের কচুবাড়ীয়া গ্রামের চাঁদ আলীর ছেলে রশিদ আহম্মেদ (২১)।

গতকাল শনিবার দুপুরে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাসের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালতের একটি দল উপজেলার নিমতলা এলাকার ‘নিমতলা দারুস সালাম অনলাইন মডেল স্কুল-এ অভিযান চালায়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিংকন বিশ্বাস জানান, গতকাল শনিবার দুপুরে করোনাভাইরাসের সংক্রামণ রোধে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে উক্ত বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠদান করানো হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

এসময় বিদ্যালয়ে গিয়ে তার সত্যতা পাওয়া গেলে বিদ্যালয়ের ৫ জন শিক্ষককে আটক করা হলে তারা সরকারি নির্দেশনা অমান্যের বিষয়টি স্বীকার করেন।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ২৬৯ ধারায় প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়।

কুষ্টিয়া মোবাইল ডিষ্টিবিউটর এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সেরা করদাতা অজয় সুরেকাকে সংবর্ধনা

কুষ্টিয়া মোবাইল ডিষ্টিবিউটর এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সেরা করদাতা অজয় সুরেকাকে সংবর্ধনা
কুষ্টিয়া : জেলা পর্যায়ে সর্বোচ্চ মুল্য সংযোজন কর পরিশোধকারী হিসেবে কুষ্টিয়ার গ্রীণ এন্টারপ্রাইজের স্বত্তাধীকারী অজয় সুরেকা সেরা করদাতার সম্মাননাপত্র পাওয়ায় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। শনিবার সকালে কুষ্টিয়া শহরের খেয়া রেস্তোরাঁয় মোবাইল ডিষ্টিবিউটর এ্যাসোসিয়েশন কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি অজয় সুরেকাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।
মোবাইল ডিষ্টিবিউটর এ্যাসোসিয়েশন কুষ্টিয়া জেলা শাখার সহসভাপতি এএমএম রোকনুজ্জামান নান্টু,
সাধারণ সম্পাদক আহসানুল হক আদলু, সাধারণ সদস্য মোঃ তৌহিদুর রহমান, ইমরান চৌধুরী সবুজ, রাজন কুমারসহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
সংবর্ধিত হয়ে কুষ্টিয়া জেলা পরিবেশক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অজয় সুরেকা বলেন, আপনারা আজকে আমাকে যে সম্মান দিলেন তাতে আমি কৃতজ্ঞ। আসলে আমি নিয়ম মেনে ব্যবসা পরিচালনা করি। তাই ভ্যাট ট্যাক্স আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সকলকে নিয়ম মেনে ভ্যাট ট্যাক্স দিয়ে ব্যবসা পরিচালনার আহবান জানান তিনি।

স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচারের আওতায় আনা হবে- হানিফ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া ৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ বলেছেন, সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সব যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতা বিরোধীকে বিচারের আওতায় আনা হবে।

তিনি বলেন, আজকের এই দিনে কুষ্টিয়া হানাদার মুক্ত হয়। একদিকে জেলাকে মুক্ত করার আনন্দ যেমন ছিল সবার মাঝে তেমন অন্য দিকে বুকের মধ্যে ছিল সব হারানো ব্যথা। অথচ স্বাধীনতা বিরোধীরা তখনও ছিলো এখনো আছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক মঞ্চে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে কুষ্টিয়া মুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধাদের ঠিকভাবে কোন সরকারই মূল্যায়ন করেনি কিংবা রাষ্ট্রকর্তৃক মূল্যায়িত হয়নি। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্যা কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা’র সরকার সূর্যসৈনিক মুক্তিযুদ্ধাদের যথাযথ মর্যাদার সাথে মূল্যায়ন করে চলেছেন এবং আগামীতে তাদের উত্তরসূরি পরিবারকে মূল্যায়নের ঘোষণা দিয়েছেন। দেশের সূর্যসন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের আজীবন সম্মানীত করা হবে।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো.আসলাম হোসেনের সভাপতিত্বে এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া-১ আসনের সংসদ সদস্য আ.ক.ম সরোয়ার জাহান বাদশা, কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতা,

মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কামারুল আরেফীন, শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি তাইজাল আলী খান, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক মৃণাল কান্তি দে, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কুষ্টিয়ার কমান্ডার রফিকুল আলম টুকুসহ, সরকারি দপ্তরের প্রধান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানসহ দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এতে শিল্পকলা একাডেমিসহ শিশু একাডেমির শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে, হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া -৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি।

এসময় তিনি হাসপাতালে আগত রোগীদের ভোগান্তি দুর করতে এবং ঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে চিকিৎসকদের প্রতি নির্দেশনা দেন।

সভায় কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব হাজী রবিউল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার আরএমও ডাঃ তাপস কুমার সরকারসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় জাল করোনা সনদ বিক্রি, ২ জনের কারাদণ্ড

‘করোনাভাইরাস নেগেটিভের জাল সনদ’ বিক্রির অভিযোগে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় দুজনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

সাজাপ্রাপ্তরা হলেন- জাল সনদ প্রস্তুতকারী মো. সোহেল রানা (২২) ও ক্রেতা মওদুদু রহমান (৪০)।

শুক্রবার সকালে উপজেলার ডাকবাংলো মার্কেটের সনি কম্পিউটারে অভিযান চালিয়ে তাদের এক মাসের কারাদণ্ড দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সোহেল মারুফ।

ইউএনও বলেন, রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পে চাকরির জন্য এ সার্টিফিকেট তৈরি করা হয়েছিল। পরে কেন্দ্রীয় এমআইএস সফটওয়্যারে এটি জাল প্রমাণিত হয়।

অচিরেই নিয়োগ হতে পারে ইবি ট্রেজারার

কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ট্রেজারার অচিরেই নিয়োগ হতে পারে। প্রায় তিন মাস ধরে পদটি শুন্য আছে। এ পদটি পেতে দৌড়ঝাপসহ জোর তদবির শুরু করেছেন ইবির জ্যেষ্ঠ কয়েকজন শিক্ষক। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে ইবির জ্যেষ্ঠ তিন শিক্ষক প্রফেসর ড. আলমগীর হোসেন ভুঁইয়া, প্রফেসর আব্দুল মুঈদ এবং প্রফেসর ড. কাজী আক্তার হোসেনের নাম প্রস্তাব করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। আর এ কারণে তিন শিক্ষককে নিয়ে ক্যাম্পাসে চলছে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা। চলছে বিভিন্ন সমীকরণ, কে হতে পারেন ইবির নতুন ট্রেজারার। তবে সমীকরণ যাই হোক না কেন শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা প্রত্যাশা করেন দুর্নীতিমুক্ত, সৎ ও ক্লিন ইমেজের কোন শিক্ষককে পাবেন তারা

ট্রেজারার হিসেবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরের ২১ আগস্ট ভিসির এবং ২২ আগস্ট ট্রেজারারের মেয়াদ শেষ হয়েছে। গত ৩০ অক্টোবর ১৩তম ভিসি হিসেবে প্রফেসর ড. শেখ আব্দুস সালাম যোগদান করলেও এখন পর্যন্ত ট্রেজারার পদটি শুন্য রয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা জটিলতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে। এ কারণে অতিদ্রুত ট্রেজারার নিয়োগ প্রয়োজন।

এদিকে বর্তমানে আলোচনায় থাকা তিন শিক্ষক সম্পর্কে খোঁজ নিতে বেরিয়ে আসে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি বিভাগের প্রফেসর ড. কাজী আক্তার হোসেন সম্পর্কে জানা যায়, তিনি বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি তবে চলতি বছরের ১৫ ডিসেম্বর তার মেয়াদ শেষ হবে। এছাড়া তিনি প্রগতিশীল শিক্ষকদের সংগঠন শাপলা ফোরাম এবং বিতর্কিত ইবি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সদস্য। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, সরকার কর্তৃক ২০০৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বর বেসিক ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হয়। সেই পর্ষদে বেসরকারি খাত থেকে পরিচালক হন প্রফেসর ড. কাজী আক্তার হোসেন।

বেসিক ব্যাংকের আর্থিক কেলেঙ্কারি অর্থাৎ ব্যাংকটি পতনের জন্য যে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা দায়ী তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন প্রফেসর ড. কাজী আক্তার হেসেন। এ ব্যাংকের আর্থিক দুর্নীতি করে তিনি কুষ্টিয়া শহরের ফটিক টাওয়ারে দুইটি ফ্লাট ক্রয়, কুষ্টিয়া শহরের পিয়ারাতলা ও কুমারগাড়ায় জমির প্লট ক্রয়, ঢাকা ধানমন্ডিতে ১টি ফ্লাট, ঢাকা মিরপুরে ৬ তলা বাড়ি নিজের ব্যবহারের জন্য একটি বিলাসবহুল গাড়ীসহ নিজ এলাকা রাজশাহী জেলার, বাগমারা উপজেলার, ১১ নং জুগিপাড়া ইউনিয়নের বিলকুৎসা গ্রামে মাছের খামারসহ নামে-বেনামে অঢেল সম্পদ গড়ে তুলেছেন।

এছাড়াও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তিনি ইবিতে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (এইচ আর এম) বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনকালে ২০১৮ সালে তৎকালীন ভিসি প্রফেসর ড. মোঃ হারুন-উর-রশিদ আসকারী এবং সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুবর রহমানের যোগসাজসে অর্থের বিনিময়ে দুর্বল ও বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত প্রার্থীদের নিয়োগ দেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালের নির্বাচনে ক্ষমতা গ্রহনের পর তিনি ২০০৯ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী

রাজনীতিতে যুক্ত হন।

২০২০ সালে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে আওয়ামী পন্থী শিক্ষকদের প্যানেল থেকে ড. কাজী আক্তার হোসেন সভাপতি এবং জামায়াত-বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাধারণ সম্পাদক পদে জয়লাভ করায় তিনি সকলের সন্দেহের চোখে পরেন এবং তার প্রতি আস্তা-বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন প্রগতিশীল শিক্ষকরা। তার জয়ের বিষয়ে অনেকেই মনে করেন তার সাথে জামায়াত-বিএনপির সক্ষতা রয়েছে।

অপর আলোচিত শিক্ষক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর ড. আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া সম্পর্কে জানা যায়, তিনি আওয়ামী পন্থী শিক্ষকদের প্যানেল থেকে ২০১৯ সালে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রগতিশীল শিক্ষকদের সংগঠন শাপলা ফোরামের নির্বাচনে ২০১৮ সালে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং বর্তমানে নির্বাচিত কার্যনির্বাহী সদস্য। কেন্দ্রীয় ঘোষিত ইবি বঙ্গবন্ধু পরিষদের নির্বাহী সদস্য।

চাকুরী জীবনে তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রভোস্ট এবং অর্থনীতি বিভাগের সভাপতির দায়িত্ব সততার সাথে পালন করেন এবং বিশ্ব ব্যাংকের হেকেব প্রজেক্ট সফলতার সাথে শেষ করেছেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সিলেবাস প্রণয়ণ কমিটির অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে এবং শিক্ষক নিয়োগ বোর্ডের বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ফ্যাকাল্টি ফাষ্ট হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণ পদক লাভ করেন । তিনি ক্যাম্পসে অত্যন্ত ক্লিন ইমেজের একজন শিক্ষক হিসেবে পরিচিত।

আরেক আলোচিত শিক্ষক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর মোঃ আব্দুল মুঈদ সম্পর্কে জানা যায়, তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাপলা ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

ছাত্র জীবনে তিনি জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি ছিলেন। পারিবারিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাসী। তিনি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের একজন কলম সৈনিক। বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত তার লেখা কলাম প্রকাশিত হয়। তিনি ক্যাম্পাসে দুর্নীতিমুক্ত মানুষ হিসেবে পরিচিতি।

এ বিষয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকরা মনে করেন একজন সৎ, যোগ্য এবং মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের মানুষ ট্রেজারার

হিসেবে নিয়োগ দেবে সরকার। তবে কোন দুর্নীতিবাজ নিয়োগ পেলে তাকে মেনে নেয়া হবেনা বলেও জানিয়ে দেন তারা।

কুষ্টিয়ায় ৪-লেন উন্নীতকরণ প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উদ্বোধন

ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-দাশুড়িয়া জাতীয় মহাসড়ক (এন-৭০৪) এর কুষ্টিয়া শহরাংশ ৪-লেন উন্নীতকরণসহ অবশিষ্টাংশ যথাযথ মানে উন্নীতকরণ প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উদ্বোধন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে কুষ্টিয়া শহরের মজমপুর গেটে এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া ৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনার সার্বিক সহযোগিতায় আমি অবহেলিত কুষ্টিয়াকে মডেল কুষ্টিয়া শহরে পরিণত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আগামীতে এই কুষ্টিয়া জেলাকে একটা আধুনিক শহর গড়ে তোলা হবে।

তিনি বলেন, বিগত সরকারের সময়ে কুষ্টিয়া সব দিক থেকেই উন্নয়নে পিছিয়ে ছিল। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সারাদেশেই উন্নয়ন শুরু করেছেন। এ জেলাকে এগিয়ে নিতে হলে আরও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড দরকার। আজকের উদ্বোধনের পর থেকেই এখানে ফোর লেনের কাজ শুরু হবে।

অবহেলিত কুষ্টিয়ার উন্নয়নে সকলের সহযোগিতা চেয়ে তিনি বলেন, কুষ্টিয়ার উন্নয়নে আরও অনেক কিছু করার পরিকল্পনা আছে। আশা রাখি সকলের সহযোগিতা পেলে কুষ্টিয়ার উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করবো এবং মানুষের সুখ ও শান্তির ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবো।

তিনি বলেন, পদ্মা সেতুর ফলে আমাদের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের

জন্য অনেক সুবিধা হবে। অথচ এই পদ্মা সেতু তৈরী করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয় ছিলো। এটা নিয়ে অনেক কথা হয়েছিলো। বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালোদা জিয়া বলেছিলেন জোড়াতালি দিয়ে পদ্মা সেতু হলে গাড়ী চলবো না, ট্রেন চলবো না, ভাইঙ্গি পড়বিনে, অথচ গ্রামের এক মানুষের এখন কথা ব্রীজ খাঁড়াই গেছে। আর এসব সম্শব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারনে।দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এবং টান থাকলে সবই সম্ভব।

শুধু পদ্মা সেতু নয়, কর্ণফুলী নদীর নিচ দিয়ে টানেল হচ্ছে। আগামী দুই বছর পর দেশের উন্নয়ন বদলে যাবে। আগামীতে উন্নত আত্মমর্যাদার এক বাংলাদেশ হবে এবং বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে উঠবে। আর এর সুফল পাবে এই বাংলাদেশের জনগণ।

কুষ্টিয়া সড়ক ও জনপথ বিভাগের তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাসুদ করিমের সভাপতিত্বে এসময় কুষ্টিয়া-১ আসনের সংসদ সদস্য আ.ক.ম সরোয়ার জাহান বাদশা, কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিষ্টার সেলিম আলতাফ জর্জ, জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারন সম্পাদক আজগর আলী, কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো: আসলাম হোসেন, পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত ও সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীনসহ, সরকারী কর্মকর্তা, স্থানীয় আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, এ বিষয়ে কুষ্টিয়া সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী তানিমুল হক জানান, মহাসড়ককে যানজট মুক্ত রাখতে কুষ্টিয়া: ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-দাশুড়িয়া জাতীয় মহাসড়ক (এন-৭০৪) এর কুষ্টিয়া শহরাংশ ৪-লেন উন্নীতকরণসহ অবশিষ্টাংশ যথাযথ মানে উন্নীতকরণ করা হবে। এ কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রাক্কলন ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৭৪ কোটি টাকা।

এ প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে কুষ্টিয়া শহরের সৌন্দর্য্য যেমন বৃদ্ধি পাবে ঠিক তেমনি মজমপুর গেট মোড়ের মুনুমেন্টে জাতির জনকসহ ৬ জনের মুর্যাল, ডিজিটাল সিগনাল, সড়কের মাঝে ডিভাইডারে ফুলের বাগান, অত্যাধুনিক লাইটসহ নানা স্থাপনায় পুরো জেলার চিত্র পাল্টে যাবে।

এস এম জামাল, কুষ্টিয়া থেকে।

Attachments area